কলকাতার উচ্চ আদালতে

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার বিচারক্ষেত্র)

বর্তমানঃ

সম্মানীয় ন্যায়বিচার সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী

২০১১-এর সিআরআর ৭৩৭

২০১২-এর সিআরএএন ৩

২০১৮-এর সিআরএএন ৪

২০১৯-এর সিআরএএন ৭

২০২৩-এর সিআরএএন ১৫

২০২৩-এর সিআরএএন ১৬

২০২৩-এর সিআরএএন ১৮

ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্যান্য

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ এবং আরেকজন

আবেদনকারীদের জন্যঃ — শ্রী মিলন মুখার্জি, বরিষ্ঠ আইনজীবী
শ্রী সন্দিপন গাঙ্গুলি, বরিষ্ঠ আইনজীবী
শ্রী সৌরভ চ্যাটার্জি, আইনজীবী
শ্রী পি. কে. দত্ত, আইনজীবী
শ্রী সুশান্ত কে. আর. দত্ত, আইনজীবী
শ্রী শ্যামান্তক ব্যানার্জি, আইনজীবী

ও. পি. নং ২-এর জন্যঃ — শ্রী সুদিপ্ত মৈত্র, আইনজীবী
শ্রী প্রতিম প্রিয়া দাশগুপ্ত, আইনজীবী
শ্রী অমিত দে, আইনজীবী

রাজ্যের জন্যঃ — শ্রীমতি ফারিয়া হোসেন, আইনজীবী
শ্রী আনন্দ কেশরী, আইনজীবী

শুনানি শেষ হয় — ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩

রায়ঃ — ১৯শে অক্টোবর, ২০২৩

বিচারপতি, সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী

১। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬/১২০বি ধারার অধীনে কলকাতার ১১তম আদালতের বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন অভিযোগ মামলা নং সি/২৫৪/২০০৩-এর কার্যক্রম বাতিল করার জন্য, আবেদনকারীরা ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে এই আবেদনটি দায়ের করেছেন।

২। সংক্ষেপে বলা হয়েছে, বিপরীত পক্ষ নং ২, শ্রী সুরেন্দ্র কুমার জৈন কলকাতার বিশিষ্ট চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবেদনকারী একজন শেয়ারহোল্ডার এবং রুসোদে সিকিউরিটিজ লিমিটেডের একজন পরিচালক, যা কোম্পানিজ অনুচ্ছেদ ১৯৫৬-এ অন্তর্ভুক্ত একটি সংস্থা। সংস্থাটি শেয়ার চুক্তির ব্যবসায় নিযুক্ত এবং ১৯৯৪ সাল থেকে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ক্যাপিটাল মার্কেট সেগমেন্টের নিবন্ধিত ট্রেডিং সদস্য।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি নম্বর ২ থেকে ৫, অভিযুক্ত নম্বর ১, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি নম্বর ৭ এবং ৮ শ্রী এ. এস. প্যাটকি, ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ম্যানেজার এবং শ্রী মহেশ কালারা, ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ম্যানেজার (এরপরে 'ও. আই. সি. এল' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) হলেন অভিযুক্ত নম্বর ৬-এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের দৈনন্দিন কাজের জন্য দায়ী ব্যক্তি।

৪। আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এখানে 'এনএসই' নামে পরিচিত) তার সদস্যদের জন্য একটি ইনডেমনিটি বীমা প্রকল্প চালু করেছে এবং প্রতিটি ট্রেডিং সদস্যকে তাদের লেনদেনের জন্য নির্দেশ দিয়েছে - মাস্টার পলিসি নং ১২০০০/৪৬/৪৭/০০০/০০০০০/৯৬/০০১ এর অধীনে, যা এনএসই কর্তৃক ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সাথে গৃহীত হয়েছিল। এই নির্দেশাবলী মেনে, অভিযোগকারীর কোম্পানি ২৮শে এপ্রিল, ১৯৯৫ তারিখে ও আই সি এল-এর পক্ষে চেকের মাধ্যমে 19,740/- টাকার প্রিমিয়াম পরিশোধ করেছে এবং ও আই সি এল-এর নীতির অধীনে সার্টিফিকেট নং ৯৬/১৬৬ জারি করা হয়েছে।

বিভিন্ন গ্রাহকদের নির্দেশে উক্ত সংস্থাটি এন. এস. ই-এর মাধ্যমে বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার শেয়ার বিক্রি করার চুক্তি সম্পাদন করে। এই ধরনের চুক্তির জন্য এন. এস. ই-তে সরবরাহের জন্য মুম্বাইতে সিকিউরিটিজ পাঠানোর প্রয়োজন ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কলকাতা থেকে মুম্বাই পর্যন্ত মেসার্স স্কাইপাক কুরিয়ার লিমিটেডের মাধ্যমে পাঠানো শেয়ার স্ট্রিপ সম্বলিত একটি প্যাকেট যার মূল্য ছিল প্রায় ২ টাকা। ও. আই. সি. এল-এর নীতির আওতায় থাকা বিপরীত পক্ষের সংস্থাটি বীমাকারীকে অবহিত করে এবং দাবিটি গৃহীত হয়।

৫। বীমাকারী বিপরীত পক্ষের কোম্পানিকে বকেয়া এবং প্রদেয় হিসাবে ৫,৫০,১৭৭ টাকার দাবি অনুমোদন করে কিন্তু উক্ত দাবি বিতরণের জন্য এন. এস. ই-এর কাছ থেকে অনাপত্তি শংসাপত্র দাবি করে। এন. এস. ই অবশ্য এই বিষয়ে নীরবতা বজায় রাখে এবং অবশেষে ও. আই. সি. এল বিরোধী পক্ষকে ৫ই এপ্রিল, ২০০২ তারিখের চিঠির মাধ্যমে জানায় যে ১৫ দিনের মধ্যে এন. ও. সি না পেলে বিরোধী পক্ষ, সংস্থার দাবি "কোনও দাবি নেই" হিসাবে বিবেচিত হবে। অবশেষে ও. আই. সি. এল দাবিটি বন্ধ করে দেয় এবং এইভাবে উক্ত দাবির অর্থকে তার বৈধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে তার ব্যবহারে রূপান্তরিত করে। এন. এস. ই অবশ্য একটি অবস্থান নেয় যে তাদের এই ধরনের কোনও অনাপত্তি শংসাপত্র জারি করার প্রয়োজন নেই। শিক্ষিত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, অভিযোগের বিষয়টি বিবেচনা করেন এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০০ এবং এর বিধান মেনে চলার পরে অভিযোগের আবেদনটি মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের শিক্ষিত ১১ আদালতে স্থানান্তর করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করা হয়েছে।

৬। ১ থেকে ৫ নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি হলেন কার্যধারা বাতিলের আবেদনকারী আবেদনকারী।

৭। আবেদনকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মিলন মুখার্জি জমা দিয়েছেন যে এই বিরোধের একটি দীর্ঘ চেকার ইতিহাস রয়েছে। বাতিল করার জন্য চাওয়া কার্যধারাটি যোগ্যতার বাইরে কারণ পণ্ডিত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের প্রক্রিয়া জারি করার কোনও কারণ ছিল না কারণ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৫ ধারার অর্থের মধ্যে অপরাধের কোনও উপাদান নেই।

৮। এটি বলা হয় যে বিপরীত পক্ষ নং ২, অভিযোগকারীকে ১৬ই মে, ১৯৯৪-এ এন. এস. ই-এর ট্রেডিং সদস্যপদে ভর্তি করা হয়েছিল। ১৩ই অক্টোবর, ১৯৯৭ থেকে ট্রেডিং সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছিল শুধুমাত্র বিপরীত পক্ষ নং ২-এর তার বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থতার কারণে। ১৯৯৫ সালের জুন মাসে এন. এস. ই তার ট্রেডিং সদস্যদের জন্য ক্ষতিপূরণ বীমা দাবি চালু করে যা পরবর্তীকালে সেবি দ্বারা বাধ্যতামূলক করা হয়।

৯। বিপরীত পক্ষ নং ২ ১৯,৭৪০/- টাকা জমা দিয়ে বীমার সুরক্ষা গ্রহণ করে এবং এই নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে বিপরীত পক্ষ নং ২ কে OICL-এর কাছে দাবির নোটিশ পাঠাতে হয়। ১৯৯৬ সালের কোন এক সময়ে, বিপরীত পক্ষ নং ২ শেয়ার এবং নথিপত্রের ক্ষতির জন্য OICL-এর কাছে দাবি করে এবং ১৫ নভেম্বর, ১৯৯৬ তারিখের চিঠির মাধ্যমে, NSE-কে দাবির পরিমাণ জমা দেওয়ার জন্য বিপরীত পক্ষ নং ২ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বিপরীত পক্ষ নং ২-এর ট্রেডিং সুবিধা প্রত্যাহার করা হওয়ায়, বিপরীত পক্ষ নং ২ ১৯৯৭ সালের W.P. নং ২২৪২-এ একটি রিট পিটিশন দাখিল করে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ট্রেডিং সুবিধা পুনরুদ্ধারের জন্য যা মাননীয় আদালত কর্তৃক অনুমোদিত ছিল কিন্তু NSE-কে ৫০,০০,০০০/- টাকা প্রদানের পরেও তা মেনে নেওয়া হয়নি।

১০। ২১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে বিপরীত পক্ষের নং. ২এস ই বি ই -এর কাছে এন এস ই -এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে যার উত্তর এন এস ই দ্বারা ৩০ শে অক্টোবর, ২০০০ -এর মধ্যে দেওয়া হয়েছিল৷ বিপরীত পক্ষ নং ২ মাননীয় আদালতের সামনে ২০০০ -এর এস সি নং ৪২৯ হিসাবে একটি দেওয়ানী মামলা দায়ের করেছে, আন্তঃসংযোগ, ব্যবসা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করছে৷ এন এস ই দ্বারা সুবিধা এবং মামলাটি ১৫ই মে, ২০০২ -এ বিপরীত পক্ষ নং ২-এর নির্দেশে প্রত্যাহার করা হয়েছিল যারা দাবি করেছিল যে বিরোধটি এস ই বি ই -এর যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সমাধান করা হবে।

১১। ২ নং পক্ষের বিপরীতে, শ্রী মুখার্জি এই আদালত থেকে কোনও ছাড় পেতে ব্যর্থ হওয়ায়, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৯৩/৩৪ ধারার অধীনে ২০০১ সালের সি-১৬৮৮ হিসাবে অভিযোগ দায়ের করেন। এন. এস. ই এবং এন. এস. সি. সি. এল-এর বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করা হয়েছিল। ২০০১ সালের সি. আর. আর ২২০৩ হিসাবে নিবন্ধিত ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে এন. এস. ই দ্বারা এই কার্যধারাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এবং এটি বাতিল করা হয়েছিল। মাননীয়া আদালতের উক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে বিপরীত পক্ষ নং ২ পছন্দের বিশেষ অনুমতি পিটিশন যা ২০ ডিসেম্বর, ২০০২-এ মাননীয়া সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা সংক্ষিপ্তভাবে খারিজ করা হয়েছিল।

১২। শ্রী মিলন মুখার্জী আরও যুক্তি দেন যে, বিবাদী পক্ষ নং ২, কলকাতার বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অভিযোগের আবেদনটি গ্রহণ করার সময়, যা পরবর্তীতে কলকাতার বিজ্ঞ ১১তম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে স্থানান্তরিত হয়েছিল, পূর্ববর্তী মামলার সমস্ত তথ্য গোপন করে। ২০২৩ সালের SCC অনলাইন SC 946-এ রিপোর্ট করা হাজী ইকবাল বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য মামলায় মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে,

শ্রী মুখার্জি বলেন যে, অভিযোগ মামলা নং সি/আই. ডি১-এর কার্যধারা তুচ্ছ, বিরক্তিকর এবং এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আদালতের দায়িত্ব কেবল মামলার পর্যায় অবধি নিজেকে সংযত না করে উপস্থিত অন্যান্য অনেক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা। আদালতকে বিবেচনায় নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি যা মামলা শুরু করার দিকে পরিচালিত করে।

১৩। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, এন. এস. ই দ্বারা অনাপত্তি শংসাপত্র জারি না করা আবেদনকারীদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারার অধীনে অপরাধ করার জন্য ফৌজদারি দায়বদ্ধতার ভার বহন করতে পারে না। এন. ও. সি-কে বিপরীত পক্ষের সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

১৪। এটি আরও যুক্তি দেখায় যে এনওসি জারি না করার প্রশ্নটি সম্পূর্ণরূপে উত্থাপিত দাবির আকস্মিকতা এবং সম্ভাব্যতার উপর ভিত্তি করে। এনওসি এমন কোনও নথি নয় যা বিপরীত পক্ষ নং ২ দ্বারা এন. এস. ই-কে অর্পণ করা হয়েছিল এবং এন. এস. ই-এর উপর কোনও কর্তৃত্ব ছিল না তাই বিপরীত পক্ষের নং ২-এর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে যে কোনও এনওসি জারি করা হয়নি, 'এনওসি'-র অস্তিত্বও নেই বলে অনুমান করার সমস্ত কারণ রয়েছে। অন্য কথায়, যা কিছু বিদ্যমান নেই তা স্পষ্টভাবে কেউ অপব্যবহার করতে পারে না এবং তার নিজের কাজে রূপান্তরিত হতে পারে না। তার বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য শ্রী মুখার্জি ডি. ই. পি. এ. জি. এ. বি. এ ভি. এস-এ মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তাঁর নির্ভরতা রাখেন। (২০২৩) ৩ এস. সি. সি ৪২৩-এ রিপোর্ট করা ইউ. পি-র অবস্থা যেখানে এটি অনুষ্ঠিত হয়ঃ-

> *"১৬। সুতরাং, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ বলতে বোঝায়, সম্পত্তির ব্যবহার বা নিষ্পত্তি করা, অন্য কিছুর সাথে, এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা যার উপর আস্থা রাখা হয়েছে বা যার উপর কর্তৃত্ব রয়েছে। এই ধরনের কাজ কেবল অসৎভাবে করা উচিত নয়, বরং আইনের যেকোনো নির্দেশ বা ট্রাস্ট পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত যেকোনো স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত চুক্তির লঙ্ঘনও হতে পারে।"*

১৫। শ্রী মুখার্জির পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয় যে, আবেদনকারী ২ থেকে ৫ জন যথাক্রমে কোম্পানির অধিক বেতনভোগী কর্মকর্তা হলেন পরিচালক, কোম্পানি সচিব, যুগ্ম পরিচালক এবং সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। লার্নড ট্রায়াল কোর্ট এই বিষয়টি বিবেচনা না করেই প্রক্রিয়াটি যান্ত্রিকভাবে জারি করে যে, ভারতীয় দণ্ডবিধিতে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর বা কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে পরোক্ষ দায়বদ্ধতার কোনও বিধান নেই যখন কোম্পানিকে অভিযুক্ত হিসাবে সাজানো হয়। শ্রী মুখার্জির মতে, লার্নড ট্রায়াল কোর্ট আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করার সময় বিচারিক বুদ্ধি প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

১৬। শ্রী মুখার্জি আরও বলেন যে, বিজ্ঞ এখতিয়ারভুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারার অধীনে আবেদনকারীদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি ধারার অধীনে নয়, বরং বিজ্ঞ বিচার আদালতের এখতিয়ারের কাছে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানিয়ে প্রক্রিয়া জারি করেছিলেন, কারণ আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি ধারার অধীনে কোনও প্রক্রিয়া না থাকলে মামলাও করা যায় না। শ্রী মুখার্জি তাঁর যুক্তি শেষ করেন এই বলে যে, সর্বোত্তমভাবে বলা যেতে পারে যে, দাবি বিতরণের ক্ষেত্রে এন. এস. ই এবং ও. আই. সি. এল-এর ব্যবসায়ী সদস্য পক্ষগুলি চুক্তিটি কার্যকর করেছিল।

১৭। এই ধরনের চুক্তি কার্যকর করার জন্য মামলা হতে পারে তবে অপরাধের রঙ দিয়ে বিরোধকে আত্মস্থ করার কোনও কারণ নেই। ১৭.২ নং বিপরীত পক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান সিনিয়র কাউন্সেল শ্রী সুদিপ্তো মৈত্র জমা দিয়েছেন যে একটি অপরাধ গঠনের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৫ ধারার অধীনে কেবল দায়িত্বই

নয়, সম্পত্তির উপর আধিপত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা ৪০৯৫ ধারার অর্থের মধ্যে একটি অপরাধের দিকে নিয়ে যেতে পারে যদি সম্পত্তিটি স্পষ্টভাবে অপব্যবহার করা হয় এবং তার উপর কর্তৃত্ব থাকা ব্যক্তির দ্বারা তার নিজের ব্যবহারে রূপান্তরিত হয়। শ্রী মৈত্র ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০ ধারার অধীনে সংজ্ঞায়িত মূল্যবান সুরক্ষার কথা উল্লেখ করে জমা দিয়েছেন, যা বলেঃ -

> *৩০." মূল্যবান নিরাপত্তা "- মূল্যবান নিরাপত্তা "শব্দটি এমন একটি নথিকে বোঝায় যা এমন একটি নথি যার মাধ্যমে কোনও আইনি অধিকার তৈরি করা হয়, প্রসারিত করা হয়, হস্তান্তর করা হয়, সীমাবদ্ধ করা হয়, নির্বাপিত করা হয় বা মুক্তি দেওয়া হয়, বা যেখানে কোনও ব্যক্তি স্বীকার করে যে সে আইনি দায়বদ্ধতার অধীনে রয়েছে, বা তার কোনও নির্দিষ্ট আইনি অধিকার নেই। চিত্র 'ক' একটি বিনিময় বিলের পিছনে তার নাম লেখে। যেহেতু এই অনুমোদনের প্রভাব হল যে কোনও ব্যক্তির কাছে বিলের অধিকার স্থানান্তর করা যা হতে পারে। এর বৈধ ধারক, অনুমোদন একটি "মূল্যবান নিরাপত্তা। "*

১৮। শ্রী মৈত্রের মতে, মূল্যবান নিরাপত্তা এমন একটি নথি হতে পারে যার মাধ্যমে আইনি অধিকার তৈরি করা হয়, বাড়ানো হয় বা হস্তান্তর করা হয়। এই ক্ষেত্রে কোনও আপত্তি শংসাপত্র এমন একটি মূল্যবান নিরাপত্তা। আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে এন. এস. ই-এর কোনও পদক্ষেপ বা পদক্ষেপের কারণে, ও. আই. সি. এল দাবির পরিমাণ প্রকাশ করেনি। এন. এস. ই-এর পক্ষ থেকে এই ধরনের বাদ দেওয়া বা নিষ্ক্রিয়তা ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৪ ধারার অধীনে সংজ্ঞায়িত অসততার কথা বলে। মিঃ মৈত্র আরও যুক্তি দেন যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৫ ধারায় বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা উল্লেখ করে যে, যে কেউ সম্পত্তির উপর কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণে থাকা সত্ত্বেও স্পষ্টতই কোনও আইনি চুক্তি লঙ্ঘন করে এবং এই ধরনের কাজের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য ব্যক্তিদের কষ্ট দেয়, তাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৫ ধারার অর্থ অনুসারে অপরাধ বলে গণ্য করা উচিত।

১৯। এনএসই এনএসই এবং ওআইসিএল-এর মধ্যে চুক্তিতে থাকা সাধারণ ধারার ৯ নং ধারা লঙ্ঘন করে, ইচ্ছাকৃতভাবে ওআইসিএলকে রুপি পরিমাণ অপব্যবহার বা রূপান্তর করার অনুমতি দিয়েছে। ৫,৫০,১৭৭/-, এর ব্যবহারের জন্য তাই, এন এস ই ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪০৬ এর কঠোরতা থেকে বাঁচতে পারে না।

২০। এটি আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে কেবল চুক্তিটি একটি অস্থায়ী চুক্তি যা কার্যধারাকে দেওয়ানি প্রকৃতির করে তোলে না। অনাপত্তি শংসাপত্রটি এন. এস. ই দ্বারা জারি করা হয়নি, সম্পত্তির উপর এন. এস. ই-এর আধিপত্য ছিল। অতএব, অনুমান করার সমস্ত কারণ রয়েছে যে এন. এস. ই অর্থের অপব্যবহারের ক্ষেত্রে সহায়ক ছিল, বিপরীত পক্ষ নং ২ অন্যথায় এর অধিকারী ছিল। পণ্ডিত ম্যাজিস্ট্রেট যখন প্রক্রিয়া জারি করেছেন, শ্রী মৈত্রের মতে, ধারা ৪০৬-এর অর্থের মধ্যে একটি অপরাধ হয়েছে বলে ধরে নেওয়ার প্রতিটি কারণ রয়েছে। এই বিষয়টি বিচারের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত। আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে এখতিয়ার আহ্বান করতে পারে না যা আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে তবে বৈধ মামলা দমন করতে প্রয়োগ করা উচিত নয়।

২১। বিদ্বান বরিষ্ঠ কৌঁসুলি শ্রী মৈত্রের মতে, আবেদনকারীরা যে সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করেন তার পরিবর্তিত অহংকার। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় তাদের পুরুষদের অধিকার থাকুক বা না থাকুক, তা হতে পারে। শুধুমাত্র বিচারের পরে নির্ধারিত হয়। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে বিচার বিভাগ প্রয়োগের সময় এই আদালত বিচার আদালতের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না।

২২। শ্রী মৈত্র **আর.কে. ডালমিয়া এবং অন্যান্য বনাম দিল্লি প্রশাসন** মামলায় মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন যা ১৯৬২ সালের ১৮২১ সালের এআইআর এসসি-তে প্রকাশিত হয়েছে যেখানে এটি অনুষ্ঠিত হয়:-

"৪৬। অন্যদিকে, বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল অনুরোধ করেছেন যে, 'সম্পত্তি' শব্দটির বিস্তৃত অর্থ দেওয়া উচিত এবং বিভিন্ন ধারার বিধানগুলি অস্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। এটি কেবল অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তবে এর মধ্যে বেছে নেওয়া বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।কর্ম এবং ব্যাঙ্কে একটি কোম্পানির তহবিল।"

৪৭। আমাদের অভিমত হল যে, 'সম্পত্তি' শব্দের অর্থ অস্থাবর সম্পত্তিতে সীমাবদ্ধ করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, যখন এটি ধারা ৪০৫ বা ভারতীয় দণ্ডবিধির অন্যান্য ধারায় কোনও যোগ্যতা ছাড়াই ব্যবহার করা হয়, ভারতীয় দণ্ডবিধির কোনও নির্দিষ্ট ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ কোনও নির্দিষ্ট ধরনের সম্পত্তির ক্ষেত্রে সংঘটিত হতে পারে কিনা তা নির্ভর করবে 'সম্পত্তি' শব্দের ব্যাখ্যার উপর নয়, বরং সেই নির্দিষ্ট ধরনের সম্পত্তি সেই ধারার আওতায় থাকা আইনের সাপেক্ষে হতে পারে কিনা তার উপর। এই অর্থে বলা যেতে পারে যে, একটি নির্দিষ্ট বিভাগে শব্দের বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র সেই ধরনের সম্পত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে যার ক্ষেত্রে সেই ধারায় বিবেচিত অপরাধ সংঘটিত হতে পারে।

৫০। উল্লেখ্য যে, যদিও আই.পি.সি. ধারা ৪০৩ অসাধুভাবে কোনও অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ বা নিজস্ব ব্যবহারের জন্য রূপান্তরের কথা বলে, তবুও ৪০৪ কেবল অসাধুভাবে অপসাধন বা নিজস্ব ব্যবহারের জন্য সম্পত্তি রূপান্তরের কথা বলে। যদি আইনসভা ধারা ৪০৪-এর কার্যক্রম কেবল অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়ে থাকে, তাহলে যুদ্ধের কোনও কারণ নেই যে 'স্থাবর' শব্দটি ছাড়া সাধারণ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। তাই আমরা 'সম্পত্তি' শব্দটিকে 'শুধুমাত্র অস্থাবর সম্পত্তি'-তে সীমাবদ্ধ রাখার কোনও কারণ দেখতে পাই না। আই.পি.সি. ধারা ৪০৪-এর অধীনে অস্থাবর সম্পত্তি অপরাধের বিষয় হতে পারে কিনা তা নিয়ে আমাদের কোনও মতামত প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই।

৫১। একইভাবে, আমরা জগডাউন সিনহা বনাম রানী সম্রাজ্ঞী (১)-এর মতো ধারা ৪০৫-এ 'সম্পত্তি' শব্দটিকে স্থাবর সম্পত্তিতে সীমাবদ্ধ করার কোনও কারণ দেখছি না। সেই ক্ষেত্রেও বিদ্বান বিচারপতিরা তাদের মতামতের কোনও কারণ দেননি এবং কেবল বোম্বে মামলার (২) উল্লেখ করেছেন। আরও, বিদ্বান বিচারপতিরা ৩৭৪ পৃষ্ঠায় পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ

> *''এই ক্ষেত্রে আপিলকারীকে কারখানার জমির তদারকি বা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি এবং তিনি যে জমিটি অব্যবস্থাপনা করেছেন তা আমাদের মতে এর অধীনে ফৌজদারি অপরাধের সমতুল্য নয় ধারা ৪০৮। "*

৫২। ধারা ৪০৫ সহ ভারতীয় দণ্ডবিধির কিছু বিভাগে 'সম্পত্তি' শব্দের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা হয়েছে।

৫৩। সম্রাট বনাম বিশন প্রসাদ, আই. এল. আর ৩৭ অল ১২৮; (এ. আই. আর ১৯১৫ অল ৯৩ (২))-এ মাদকদ্রব্য বিক্রির অধিকার আই. পি. সি-র ধারা ১৮৫-এ 'সম্পত্তি' শব্দের সংজ্ঞার মধ্যে আসে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। সম্পত্তির যে কোনও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আচরণকে একটি অপরাধ করে তোলে।

৫৭। অতএব, মামলার আইনটি ধারায় 'সম্পত্তি' শব্দটির বৃহত্তর অর্থ দেওয়ার পক্ষে বেশি। যেখানে শব্দটি অন্য কোনও অভিব্যক্তি দ্বারা যোগ্য নয়।

২৩। শ্রী মৈত্র আরও বলেছেন যে সম্পত্তি তার বিস্তৃত অর্থে দেওয়া উচিত। এটি কেবল অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং কর্মক্ষেত্রে নির্বাচিত এবং ব্যাঙ্ক -এ একটি সংস্থার তহবিল অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

২৪। নথিগুলি সতর্কতার সঙ্গে খতিয়ে দেখার পর আমি দেখতে পাই যে, ২ নং বিরোধী পক্ষ শংসাপত্র নং ৯৬/১৬৬-এর অধীনে দাবিটি উত্থাপন করেছে এবং ১৫ই নভেম্বর, ১৯৯৬ তারিখের চিঠির মাধ্যমে এন. এস. ই-এর পক্ষে দাবিটি প্রকাশ করার জন্য ও. আই. সি. এল-কে অনুমোদন দিয়েছে এবং এই দাবির উপর দেওয়ানি আইনের অধীনে ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ নং অনুচ্ছেদের অধীনে পক্ষগুলির মধ্যে এবং তাদের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক মামলা হয়েছে এবং এমনকি ফৌজদারি কার্যধারাও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই অভিযোগ দায়ের করার সময় ২ নং বিরোধী পক্ষ আবেদন জমা দেওয়ার আগে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল সেগুলি দমন করে।

২৫। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৫ ধারার বিধানগুলি প্রয়োগ করার জন্য ব্যক্তির সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব থাকা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা থাকতে হবে। ভারতীয় দণ্ডবিধিতে 'সম্পত্তি' কাজের সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি, তবে স্থাবর সম্পত্তির সংজ্ঞা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে দেওয়া হয়েছেঃ-

> *"ধারা ২২ স্থাবর সম্পত্তি - স্থাবর সম্পত্তি শব্দগুলি প্রতিটি বর্ণনার শারীরিক সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, জমি এবং পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত জিনিসগুলি ব্যতীত বা এর সাথে সংযুক্ত যে কোনও কিছুর সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে পৃথিবী। "*

২৬। অভিধানের অর্থ হল-

সম্পত্তি। (১৪গ) ১. সম্মিলিতভাবে, জমি, সম্পত্তি, অথবা অদৃশ্য সম্পদের মতো মূল্যবান সম্পদের অধিকার। সম্পত্তিকে "অধিকারের সমষ্টি" হিসাবে বর্ণনা করা প্রচলিত। এই অধিকারগুলির মধ্যে রয়েছে মালিকানা এবং ব্যবহারের অধিকার, বাদ দেওয়ার অধিকার এবং হস্তান্তরের অধিকার। একে অধিকারের সমষ্টিও বলা হয়। ২. যেকোনো বাহ্যিক জিনিস যার উপর দখল, ব্যবহার এবং উপভোগের অধিকার প্রয়োগ করা হয় <বিমানবন্দর> হল শহরের সম্পত্তি।

"সম্পত্তি (ল্যাট. প্রোপ্রিউস থেকে, যার অর্থ একজনের অন্তর্গত; নিজের), একটি কঠোর অর্থে, কোনও জিনিসের মালিকানার একচেটিয়া অধিকারকে বোঝায়। 'তাদের কঠোর অর্থে, মালিকানা এবং সম্পত্তির অধিকার সমার্থক, প্রতিটি শব্দ একটি বান্ডিল বা অধিকার সংগ্রহের ইঙ্গিত দেয়। তবে, একটি গৌণ অর্থে,' সম্পত্তি 'শব্দটি সমস্ত ধরণের মূল্যবান অধিকার এবং সুদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় যা মালিকানার বিষয় হতে পারে এবং এই অর্থে, যেহেতু এটি মালিকানার বিষয়, জমিগুলিকে সম্পত্তি বলা হয়। সুতরাং এই শব্দটিতে আসল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এটি প্রায়শই সংবিধিগুলিতে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। 'সম্পত্তি' শব্দটি, তবে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, এটি যে পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় তার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন অর্থ থাকতে পারে। "উইলিয়াম এল বার্ডিক, হ্যান্ডবুক অফ দ্য ল অফ রিয়েল প্রপার্টি ২-৩ (১৯১৪) (উদ্ধৃতি বাদ দেওয়া হয়েছে)।

বিস্তৃত অর্থে, সম্পত্তি বলতে একজন ব্যক্তির সমস্ত আইনি অধিকার, যে কোনও বর্ণনারই হোক না কেন, বোঝায়। একজন ব্যক্তির সম্পত্তি হল তার আইনত যা কিছু আছে তা। তবে, বর্তমান সময়ে এই ব্যবহারটি অপ্রচলিত, যদিও এটি পুরানো বইগুলিতে যথেষ্ট প্রচলিত। দ্বিতীয় এবং সংকীর্ণ অর্থে, সম্পত্তি একজন ব্যক্তির সমস্ত অধিকার অন্তর্ভুক্ত করে না, তবে কেবল তার ব্যক্তিগত অধিকারের বিপরীতে তার মালিকানা অন্তর্ভুক্ত করে। প্রথমটি তার সম্পত্তি বা সম্পত্তি গঠন করে, যখন দ্বিতীয়টি তার মর্যাদা বা ব্যক্তিগত অবস্থা গঠন করে। এই অর্থে একজন ব্যক্তির জমি, সম্পত্তি, শেয়ার এবং তার প্রাপ্য ঋণ তার সম্পত্তি; কিন্তু তার জীবন বা স্বাধীনতা বা খ্যাতি নয়.... তৃতীয় প্রয়োগে, যা [এখানে] গৃহীত হয়েছে, শব্দটি এমনকি সমস্ত মালিকানা অধিকারও অন্তর্ভুক্ত করে না, তবে কেবলমাত্র সেইগুলি অন্তর্ভুক্ত করে যা মালিকানাধীন এবং স্বত্বাধিকারী উভয়ই।

সম্পত্তির আইন হল রেম-এ মালিকানা অধিকারের আইন, ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকারের আইনকে বাধ্যবাধকতার আইন হিসাবে এর থেকে আলাদা করা হচ্ছে। এই ব্যবহার অনুসারে জমিতে একটি ফ্রিহোল্ড বা লিজহোল্ড এস্টেট, বা একটি পেটেন্ট বা কপিরাইট, সম্পত্তি; কিন্তু একটি ঋণ বা একটি চুক্তির সুবিধা নয়.... অবশেষে, শব্দটির সংকীর্ণতম ব্যবহারে, এটি শারীরিক সম্পত্তি ছাড়া আর কিছুই অন্তর্ভুক্ত করে না যা বলতে গেলে, একটি বস্তুগত বস্তুর মালিকানার অধিকার, বা সেই বস্তু নিজেই। "জন স্যালমন্ড, জুরিসপ্রুডেন্স ৪২৩-২৪ (গ্ল্যানভিল এল উইলিয়ামস এড, ১০ম সংস্করণ, ১৯৪৭)।

(ব্ল্যাকস ডিকশনারি ১১ সংস্করণ)

২৭। নীতির সাধারণ শর্তাবলীর অধীনে ৯ নং ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, পক্ষগুলি সম্মত হয় এবং ঘোষণা করে যে নীতির অধীনে যে কোনও অর্থ প্রদেয় হওয়ার পরে, আন্ডাররাইটাররা ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ট্রেডিং সদস্যদের সরাসরি ট্রেডিং সদস্যদের কাছে এই ধরনের অর্থ প্রদানের বিষয়ে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের কাছ থেকে 'অনাপত্তি শংসাপত্র' পাওয়ার পরেই তা প্রদান করবে।

২৮। অতএব, পলিসির অধীনে অর্থ প্রদানের জন্য NSE কর্তৃক ‘অনাপত্তি সনদ’ জারি করতে হবে। সুতরাং, এটি একটি আকস্মিক চুক্তি, যখন বীমাকারী নির্দিষ্ট প্রকৃতির ঘটনার পরে বীমাকৃত ব্যক্তিকে বাজেয়াপ্ত করার জন্য দায়বদ্ধ হয়, তখন NOC জারি করতে হবে। অতএব, কল্পনার বাইরেও বলা যাবে না যে ‘অনাপত্তি’ সহ সার্টিফিকেটটি একটি সম্পত্তি। যদি NSE এর ট্রেডিং সদস্য এবং OICL এবং চুক্তির একজন পক্ষ চুক্তি লঙ্ঘন করে কাজ করে, আমার মতে, এটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 405 এর অর্থ অনুসারে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 406 এর অধীনে শাস্তিযোগ্য, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে চুক্তির একজন পক্ষকে দোষী করে না।

২৯। এ ছাড়া, যখন বিজ্ঞ বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি ধারার অধীনে কোনও প্রক্রিয়া জারি করেননি, তখন নির্দিষ্ট অনুমান থাকতে হবে যে কীভাবে সম্পত্তিটি অর্পণ করা হয়েছিল বা কীভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এনওসি-র উপর কর্তৃত্ব ছিল, যদি এটি সম্পত্তি বলে ধরে নেওয়া হয়। অভিযোগের আবেদনে একটি সাধারণ এবং টাকাপয়সা বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা অভিনীত নির্দিষ্ট ভূমিকার জন্য দায়ী না করে, বিজ্ঞ বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের প্রক্রিয়া জারি করার কোনও কারণ ছিল না, যখন পরোক্ষ দায় শাস্তিমূলক আইনের থেকে বিচ্ছিন্ন, যদি না অবশ্যই বিকল্প দায় তৈরি করার কোনও শাস্তিমূলক বিধান থাকে।

৩০। অতএব, অভিযোগকারী ২ নম্বর বিপরীত পক্ষের পক্ষে টাকাপয়সা এবং সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়া যথেষ্ট নয় যে অভিযুক্ত ২ থেকে ৫ জন ব্যক্তি তাদের দ্বারা পরিচালিত ভূমিকা সম্পর্কে আর কিছু না করে ব্যবসা পরিচালনার জন্য কোম্পানির দায়িত্বে এবং দায়বদ্ধ। অভিযোগকারী হিসাবে বিপরীত পক্ষের বাধ্যবাধকতা ছিল যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কীভাবে এবং কীভাবে বিপরীত পক্ষের ১ নম্বরের প্রতিদিনের ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বা দায়বদ্ধ ছিলেন। এটি দণ্ডবিধির কঠোর ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩১। (২০১৫) ৪ নং এস. সি. সি ৬০৯-এ রিপোর্ট করা সুনীল ভারতী মিত্তল বনাম সেন্ট্রাল বুরু অফ ইনভেস্টিগেশন মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যা বলেছেঃ-

"৪২। নিঃসন্দেহে, একটি কর্পোরেট সত্তা হল একটি কৃত্রিম ব্যক্তি যা এর মাধ্যমে কাজ করে. কর্মকর্তা, পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চেয়ারম্যান ইত্যাদি। যদি এই ধরনের কোম্পানি পুরুষদের

কারণে জড়িত কোনও অপরাধ করে, তবে এটি সাধারণত সেই ব্যক্তির অভিপ্রায় এবং পদক্ষেপ হবে যিনি কোম্পানির পক্ষে কাজ করবেন। এটি আরও বেশি হবে, যখন ফৌজদারি কাজটি ষড়যন্ত্রের কাজ। তবে, একই সময়ে, এটি ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের মূল নীতি যে সংবিধিতে বিশেষভাবে সরবরাহ না করা পর্যন্ত কোনও পরোক্ষ দায়বদ্ধতা নেই।

৪৩। .....

৪৪। যখন কোম্পানি অপরাধী হয়, তখন এই বিষয়ে কোনও বিধিবদ্ধ বিধানের অভাবে পরিচালকদের পরোক্ষ দায়বদ্ধতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরোপ করা যায় না। এরকম একটি উদাহরণ হল নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১-এর ১৪১ ধারা। অনিতা হাড়া (উপরে)-তে আদালত উল্লেখ করেছে যে, যদি কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনাকারী একদল ব্যক্তির অপরাধমূলক অভিপ্রায় থাকে, যা কর্পোরেট সংস্থার উপর আরোপ করা হবে এবং এই পটভূমিতে, নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অনুচ্ছেদের ১৪১ ধারাটি বুঝতে হবে। সুতরাং, সংবিধিবদ্ধ অভিপ্রায়ের কারণে এই ধরনের অবস্থান এটিকে একটি কাল্পনিক বলে মনে করা হয়। এখানেও, "আল্টার ইগো" নীতিটি কেবলমাত্র একটি দিকে প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ যেখানে ব্যবসাকে পরিচালনাকারী ব্যক্তিদের একটি গোষ্ঠীর অপরাধমূলক অভিপ্রায় ছিল, সেটি কর্পোরেট সংস্থার উপর আরোপ করতে হবে এবং তদ্বিপরীত নয়। অন্যথায়, পরিচালক বা কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার অভিযোগে অভিযুক্ত অন্য কোনও ব্যক্তির উপর একটি নির্দিষ্ট আইন আরোপ করতে হবে, যার ফলে এই ধরনের ব্যক্তি দ্বারা বা তার পক্ষে সংঘটিত কাজের জন্য দায়ী ছিলেন কোম্পানি। "

৩২। পেপসি ফুডস লিমিটেড বনাম বিশেষ বিচার বিভাগীয় হিসাব (১৯৯৮) ৫ এস. সি. সি ৭৪৯-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, মাননীয় শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছেঃ-

" ২৮. ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে তলব করা একটি গুরুতর বিষয়। ফৌজদারি আইন অবশ্যই কার্যকর করা যায় না। এমন নয় যে অভিযোগকারীকে ফৌজদারি আইন কার্যকর করার জন্য অভিযোগে তার অভিযোগের সমর্থনে কেবল দুজন সাক্ষী আনতে হবে।

অভিযুক্তকে তলব করার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে যে তিনি মামলার তথ্য এবং তাতে প্রযোজ্য আইনের প্রতি তার মন প্রয়োগ করেছেন। তাকে অভিযোগে করা অভিযোগের প্রকৃতি এবং তার সমর্থনে মৌখিক ও ডকুমেন্টারি উভয় প্রমাণই পরীক্ষা করতে হবে এবং অভিযোগকারীকে অভিযুক্তের কাছে অভিযোগ ফিরিয়ে আনতে সফল হওয়ার জন্য এটি যথেষ্ট হবে। অভিযুক্তকে তলব করার আগে প্রাথমিক প্রমাণ রেকর্ড করার সময় ম্যাজিস্ট্রেট নীরব দর্শক ছিলেন এমন নয়। ম্যাজিস্ট্রেটকে রেকর্ডে আনা প্রমাণগুলি যত্ন সহকারে পরীক্ষা করতে হবে এবং এমনকি অভিযোগের সত্যতা খুঁজে বের করার জন্য বা অন্যথায় উত্তর পাওয়ার জন্য নিজেই অভিযোগকারী এবং তার সাক্ষীদের কাছে প্রশ্ন রাখতে পারেন এবং তারপরে কোনও অপরাধ প্রাথমিকভাবে হয় কিনা তা পরীক্ষা করতে পারেন। সমস্ত বা যে কোনও অভিযুক্তের দ্বারা সংঘটিত। "

৩৩। মামলার উপস্থিত তথ্য থেকে জানা যায়, লার্নড ম্যাজিস্ট্রেট প্রক্রিয়া জারি করার সময় বিচার বিভাগীয় বুদ্ধি প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হন এবং এইভাবে এর উপর ন্যস্ত এখতিয়ার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হন।

৩৪। তথ্য প্রকাশ না করার বিষয়ে বিরোধী পক্ষ নং ২-এর আচরণ ছাড়াও, আমি মনে করি যে বর্তমান কার্যধারাটি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নেওয়া হয়েছে, এটি দুর্বোধ্যতার সাথে মোকাবিলা করা উচিত এবং এটিকে বলবৎ থাকতে দেওয়া উচিত নয় এবং এটি আলাদা করে রাখা উচিত, যা আমি সেই অনুযায়ী করি। ফলস্বরূপ, সি/২৫৪/২০০৩ -এ কার্যধারা বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মুলতুবি থাকা মুলতুবি থাকা আবেদনগুলি বাতিল করে, যদি থাকে, তা নিষ্পত্তি করা।

৩৫। তথ্য এবং প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য এই রায়ের একটি অনুলিপি বিজ্ঞ বিচার আদালতে পাঠানো হোক।

৩৬। এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করা উচিত আনুষ্ঠানিকতা।

(বিচারপতি, সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly